কোটচাঁদপুরে করোনাকে জয় করে ঘরে ফিরলেন যুবক

ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুর উপজেলার দোড়া ইউনিয়নের পাঁচলিয়া গ্রামের বাসিন্দা মেহেদী হাসান (২২) করোনা যুদ্ধে জয়ী হয়ে ঘরে ফিরলেন। এদিকে উপজেলায় প্রথম করোনা আক্রান্ত রোগী সুস্থ্য হওয়ার খবরে এলাকার মানুষের মাঝে স্বস্তি ফিরে এসেছে।

সোমবার দুপুরে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স থেকে মেহেদী হাসানকে আনুষ্ঠানিক ভাবে বিদায় জানানো হয়। এসময় ফুলের তোড়া দিয়ে শুভেচ্ছা জানান জেলা সিভিল সার্জন ডা. সেলিনা বেগম ও উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. আব্দুর রশিদ।

মেহেদী হাসান গত ২৫ এপ্রিল থেকে দীর্ঘ ১৭দিন করোনার সঙ্গে যুদ্ধ করে কোটচাঁদপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের বিশেষ আইসোলেশন ওয়ার্ডে চিকিৎসাধীন ছিলেন।

করোনার সঙ্গে যুদ্ধ করে সুস্থ্য হয়ে উঠা মেহেদী হাসানকে বিদায় মূহুর্তে সিভিল সার্জন ডা. সেলিনা বেগম বলেন, আপাতত বাড়িতে গিয়ে কারো সংস্পর্শে আসবে না। সেইসাথে স্বাস্থ্যবিধি মেনে হোম কোয়ারেন্টাইনে থাকার পরামর্শ দেন তিনি।

উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. আব্দুর রশিদ বলেন, মেহেদী হাসান আক্রান্ত হয়ে আইসোলেশনের সময় নমুনা সংগ্রহ করে যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের জিনোম সেন্টারে পাঠানো হলে করোনা পরিক্ষার ফল নেগেটিভ আসে। বর্তমানে সে করোনাকে জয় করে পুরাপুরি সুস্থ্য হয়েছেন। ছাড়পত্র দিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে তাকে বিদায় দেওয়া হচ্ছে।

এসময় স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের পক্ষ থেকে করোনা বিজয়ী মেহেদী হাসানকে বিভিন্ন প্রকার ফল সামগ্রী দেওয়া হয়। এবং পুষ্টিকর খাবার খেতে পরামর্শ দেওয়া হয়। করোনা যুদ্ধে চিকিৎসক-নার্স, স্বাস্থ্যকর্মী সহ সবাইকে ধন্যবাদ জানান, ডা. আব্দুর রশিদ ।

অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, উপজেলা সাংবাদিক ইউনিয়নের সভাপতি এসএম রায়হান উদ্দীন, সাধারণ সম্পাদক মঈন উদ্দীন খান, হাসপাতালের চিকিৎসক-নার্স, কর্মকর্তা-কর্মচারী সহ আরো অনেকে।

দামুড়হুদা সীমান্ত এলাকায় বিজিবি’র ত্রাণ বিতরণ

করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাবের কারণে বিজিবি’র উপর আস্থা রেখে সারাদেশব্যাপী হতদরিদ্র জনগণের মাঝে সুষ্ঠুভাবে ত্রাণ সামগ্রী বিতরণের করে চলেছেন।

এরই ধারাবাহিকতায় আজ সোমবার বেলা ১২ টার দিকে কুতুবপুর মাধমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গনে চুয়াডাঙ্গা ৬ ব্যাটালিয়ন বিজিবি’র অধীনস্থ কার্পাসডাঙ্গার মুন্সিপুর বিজিবি সীমান্তবর্তী এলাকার হতদরিদ্রের মাঝে ত্রাণ বিতরণ করা হয়েছে।

বিদ্যানন্দন ফাউন্ডেশনের সহায়তায় চুয়াডাঙ্গা ৬ ব্যাটালিয়নের ব্যবস্থাপনায় এলাকা সমূহে খেটে খাওয়া, গরিব-দুঃখী এবং কর্মহীন মানুষের মধ্যে ত্রাণ বিতরণ করেন বিজিবি। খাদ্য সামগ্রী করোনা ভাইরাস সংক্রমণের প্রতিরোধমূলক সকল নির্দেশনা ও দূরত্ব বজায় রেখে কুষ্টিয়া সেক্টর কমান্ডার কর্নেল জিয়া সাহাদান খান প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে কর্মহীনদের মাঝে ত্রাণ বিতরণ করেন।

প্রধান অতিথি তার বক্তব্যে বলেন, করোনা ভাইরাসের কারনে সংকটময় মুহূর্তে খেটে খাওয়া, গরিব-দুঃখী এবং কর্মহীন মানুষের মধ্যে ত্রাণ বিতরণ করে সকলের এগিয়ে আসা উচিত। সীমান্তের অসহায়দের লক্ষ্য করে ত্রাণ দেয়া হচ্ছে। করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে সকলের সচেতন হতে হবে।

এসময় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা ৬ ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লেঃ কর্নেল মোহাম্মদ খালেকুজ্জামান, পিএসসি, কার্পাসডাঙ্গা ইউপি চেয়ারম্যান ও জেলা আওয়ামী লীগের সদস্য খলিলুর রহমান ভুট্ট, ইউপি সদস্য মনিরুজ্জামান মনি বিশ্বাস, নুর মোহাম্মদ ভগু।

অপর দিকে হুদাপাড়া বিজিবি ক্যাম্প সাড়ে ১১ টার দিকে কর্মহীনদের মাঝে ত্রাণ বিতরণ করেছে।

[redacted] [redacted]-[redacted]'[redacted] [redacted]

[redacted]

[redacted], [redacted] [redacted] [redacted]

শিক্ষক ও তার বন্ধুদের সহযোগিতায় খাদ্য সামগ্রী বিতরণ

দর্শনা কেরু উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষক রাসেল আহম্মেদ শাওন ও তার বন্ধুদের সহযোগিতায় ২৩০ টি পরিবারের মাঝে গতকাল রবিবার রাতে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে।

এ বিষয়ে কেরু উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষক রাসেল আহম্মেদ শাওন বলেন বর্তমান বিশ্বে করোনা ভাইরাস গভীর ভাবে হানা দিয়েছে। অন্যন্য দেশের মতো আমাদের বাংলাদেশেও এই করোনা ভাইরাস হানা দিয়েছে, যার কারণে সরকার বাংলাদেশের সব জায়গায় লকডাউন করে দিয়েছে ফলে অনেকে কর্মহীন হয়ে গেছে। অনেক গরীব অসহায় পরিবার আছে যারা না খেয়ে দিন কাটাচ্ছেন।

এজন্য মানুষ মানুষের জন্য এটি চিন্তা করে আমি নিজে এবং বন্ধুদের সহযোগিতায় সমাজের ২৩০ জন কর্মহীন ও অসহায় মানুষদের মাঝে ঈদ পূর্ব সামান্য সাহায্য প্রদান করেছি আমার বন্ধুদের সহযোগিতায়।

প্রতিটি প্যকেটে ছিল চাল ৫ কেজি, ডাল ১ কেজি, আলু ১ কেজি, তেল ১ লিটার, পেঁয়াজ ১ কেজি, লবণ ১ কেজি, চিনি হাফ কেজি, সেমাই এক প্যাকেট ও একটা সাবান।

আয়োজনটা আমি এবং আমার বন্ধুদের সহযোগিতায় সম্পন্ন করতে পেরে এবং কর্মহীন ও অসহায় গরীব মানুষকে সাহায্য করতে পেরে আনন্দিত, সেই সাথে সমাজের সকল বিত্তবান শ্রেণির মানুষের কাছে আবেদন আপনারা এগিয়ে আসুন তাহলেই আমরা এই সংকট ময় যুদ্ধে জয়ী হতে পারবো।

কুষ্টিয়ায় আরো ২৮ কারাবন্দীর

মুক্তি

সরকারের বিশেষ ক্ষমার আওতায় সারাদেশের মতো কুষ্টিয়া জেলা কারাগার থেকে আরও ২৮ জন কারাবন্দী মুক্তি পেয়েছে। এ নিয়ে ৫২ জন কারাবন্দীকে মুক্তি দেওয়া হলো।

গতকাল রবিবার বিকেলে তাদের মুক্তি দেওয়ার খবর নিশ্চিত করেছেন কুষ্টিয়া জেলা কারাগারের জেলার জাকের হোসেন।

এসময় কুষ্টিয়া কারাগারের জেলার এনামূল হক, জেলা প্রশাসনের কর্মকর্তা ও গণমাধ্যম কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

কুষ্টিয়া কারাগারের জেলার জাকের হোসেন জানান, করোনাভাইরাস মহামারি আকার ধারণ করায় কারাগারগুলোর হাজতি ও কয়েদিদের সুস্থতার স্বার্থে বেশ কিছু বন্দিকে মুক্তি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয় সরকার।

যার ফলশ্রুতিতে করোনা ভাইরাসের প্রকোপের কারণে কুষ্টিয়া জেলা কারাগারের সংখ্যাধিক্য বন্দি কমাতে সরকার ফৌজদারি কার্যবিধির ৪০১(১) ধারার প্রদত্ত ক্ষমতা বলে লঘু দন্ডে দন্ডিত এসব বন্দির সাজা মওকুফ করা হয়। গতকাল প্রথম বারের মতো ২৪ জন এবং আজকে ২৮ জন বন্দীকে মুক্তি দেওয়া হলো।

কারামুক্তদের প্রাথমিক সংকট মেটানোর জন্য জেলা প্রশাসনের ব্যবস্থাপনায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর পক্ষ থেকে তাদের বন্দীদের প্রত্যেকের জন্য মানবিক খাদ্য সহায়তা প্রদান করা হয় বলেও জানান কুষ্টিয়া কারাগারের জেলার।

প্রসঙ্গত, কুষ্টিয়া কারাগারের ধারণ ক্ষমতা ৬০০ জন হলেও এখানে প্রতিদিন প্রায় ৯৯৯ জন বন্দী অবস্থান করে। ধারণ ক্ষমতার প্রায় দ্বিগুন বন্দী থাকায় করোনা পরিস্থিতিতে শারীরিক দূরত্ব বজায় রাখা কঠিন হয়ে পড়ে।

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

সংবাদ প্রকাশের পর সহযোগিতা পেলেন সেই প্রতিবন্ধী পরিবার

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার ৮নং ধানখোলা ইউপির ৫নং ওয়ার্ডের বাসিন্ধা বিধবা মেহেনিগার প্রতিবন্ধী পরিবার সহযোগিতা পেলেন গত-৯-০৫-২০তারিখে মেহেরপুর প্রতিদিনে (আকাশ যখন ছাদ, রোদ-বৃষ্টি তারে নিত্য সঙ্গী) শিরোনামে সংবাদ প্রকাশিত হওয়া পর।

ঐ দিন জাতীয় গোয়েন্ডা সংস্থা মেহেরপুর অফিস থেকে নগদ অর্থ প্রদান করেন।

আজ রবিবার গাংনীর বন্ধন গ্রপের সদস্যদের পক্ষে থেকে বিভিন্ন খাবার সামগ্রী প্রদানের করা হয়।

এসময় উপস্থিত ছিলেন, আরিফুল ইসলাম(সোবান), শাহাজানান আলী, ব্বাপী, প্লাবন প্রমুখ।

গাংনীর বন্ধন গ্রপের পরিচালক আব্দুর সামাদ (সোহাগ) জানান, আগামীতে ঈদুল ফিতর উপলক্ষে মেহেনিগার প্রতিবন্ধী পরিবারকে আর্থিক সহযোগিতা করা হবে।

কুষ্টিয়ায় সাধারণ ক্ষমায় ২৪ বন্দির মুক্তি

করোনাভাইরাসের কারণে অতিরিক্ত বন্দি কমাতে সরকার ঘোষিত সাধারণ ক্ষমার অংশ হিসেবে ২৪ বন্দিকে মুক্তি দেIয়া হয়েছে কুষ্টিয়া জেলা কারাগার থেকে।

শনিবার বিকেলে তাদের মুক্তি দেওয়া হয়।

কুষ্টিয়া জেলা কারাগারের জেল সুপার জাকের হোসেন জানান, করোনাভাইরাস প্রকোপের কারণে সরকার ফৌজদারি কার্যবিধির ৪০১ (১) ধারার প্রদত্ত ক্ষমতা বলে লঘুদন্ডে দন্ডিত তৃতীয় ধাপে কুষ্টিয়া জেলা কারাগার থেকে ৫৯ জন বন্দির সাজা মওকুফ করেছেন।

শনিবার বিকেলে কুষ্টিয়া জেলা কারাগার থেকে ২৪ জন বন্দিকে মুক্তি দেওয়া হয়।

এ সময় জেলা প্রশাসকের ত্রাণ তহবিল থেকে প্রত্যেক কারামুক্তকে এক হাজার টাকা তাদের যাতায়াত ভাড়া হিসেবে প্রদান করা হয়েছে।

করোনা আক্রান্ত হয়ে ঢাকা থেকে পালিয়ে আসা দম্পত্তি সুস্থ্য হয়ে বাড়ি

ঢাকা থেকে পালিয়ে আসা করোনা আক্রান্ত দম্পত্তি ৫বছরের শিশু কন্যাসহ সুস্থ্য হয়ে বাড়ি ফিরেছে। শনিবার দুপুরে কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালের করোনা আক্রান্তদের চিকিৎসায় নির্ধারিত আইসোলেশন ওয়ার্ড থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে ছাড়পত্র দিয়ে তাদের বাড়িতে পাঠিয়ে দেওয়া হয় বলে হাসপাতাল সূত্র নিশ্চিত করেছে।

করোনাজয়ী রোগীরা হলেন- কুষ্টিয়া দৌলতপুর উপজেলার বাসিন্দা তছিকুল ইসলাম (৩১,) স্ত্রী শিল্পী বেগম (২৪) ও শিশুকন্যা ফাতেমা খাতুন (০৫)।

২৫০ শয্যা বিশিষ্ট কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালের আবাসিক মেডিকেল অফিসার ডা. তাপস কুমার সরকার বলেন, করোনাক্রান্ত এই দম্পতিদের নিয়ে আমরা একটা বিব্রত পরিস্থিতির মুখে পড়েছিলাম। ঢাকার কামরাঙীরচরে থাকতেন এই তছিকুল-শিল্পী দম্পত্তি ও ৫বছর বয়সী শিশু কন্যা ফাতেমা। এপ্রিল মাসের ১৬ তারিখে এই দম্পত্তি কোভিড-১৯ ভাইরাস আক্রান্তের লক্ষণ নিয়ে অসুস্থ্য হয়ে পরেন। পরে তারা ঢাকা মেডিকেলে গেলে সেখান থেকে নমুনা সংগ্রহ করে আইডিসিআর ল্যাবে

প্রেরণ করেন এবং বাসায় গিয়ে সাবধানে কোয়ারেন্টাইনে থাকার পরামর্শ দেন চিকিৎসকরা। কিন্তু ২৩ এপ্রিল বৃহষ্পতিবার বিকেলে তাদের ভাইরাস পজিটিভের সংবাদ জানার পর সেখান থেকে পালিয়ে বাড়ি আসার পথে ওই রোগীদের ২৪এপ্রিল শুক্রবার সন্ধায় রাজবাড়ী থেকে উদ্ধার করে স্বাস্থ্য বিভাগ ও রাজবাড়ী সদর থানা পুলিশ। পরে রোগীদের কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে প্রেরণ করেন।

কুষ্টিয়া সিভিল সার্জন ডা. এইচ এম আনোয়ারুল ইসলাম জানান, করোনাক্রান্ত এই পরিবারের চিকিৎসা সেবা নিশ্চিত করতে কুষ্টিয়ার চিকিৎসকরা একটা চ্যালেঞ্জের মুখে যুদ্ধ জয় করেছেন। দীর্ঘ ১৬দিন ওই দম্পতিকে কুষ্টিয়া সদর হাসপাতালের আইসোলেশন ওয়ার্ডে ভর্তি করে চিকিৎসা দেওয়া হয়। তারা ধীরে ধীরে সুস্থ্য উঠার পর আমরা কেএমসিএইচের পিসিআর ল্যাবে নমুনা পরীক্ষা করে নেগেটিভ নিশ্চিত হয়েই আজকে আনুষ্ঠানিকভাবে তাদের ছাড়পত্র দেওয়া হলো।

তিনি আরও বলেন, গত এপ্রিল থেকে এখন অবধি কুষ্টিয়াতে ২০ জন করোনা আক্রান্ত পজিটিভ রোগী শনাক্ত ও তাদের চিকিৎসা দিয়ে সুস্থ্য করে তোলা হয়েছে। শনিবার সর্বশেষ এই তিনজন রোগীর ছাড়পত্র দেওয়ার মাধ্যমে আইসোলেশন ওয়ার্ডে আর কোন করোনাক্রান্ত রোগী নেই বলেও জানালেন তিনি।